মূর্ছনা
==========
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==========
suman_ahm@yahoo.com

রনি আর শুচিস্মিতা। অভ্র আর সংযুক্তা। প্রত্যয় আর দেবলীনা। পাটলিপাল্লু আর জিনস, টি-শার্ট। লখনৌ চিকন আর পাঞ্জাবি-পাজামা। অঞ্জলির ছুড়ে দেওয়া ফুল আর সেই ফুলে ছয়লাপ সব খোপা। ধুনুচি নাচের তালে তালে পড়তে থাকা চোখের পলক, চোখের পলক ছুঁয়ে মহাশূন্যে ঝুলে থাকা অশ্রুবিন্দু। সেই অশ্রুবিন্দু বড় হতে

হতে সমুদ্র, না, না, সমুদ্র নয়, নদী, না অত বড়ও নয়, ঝিল, কোথায় ঝিল, রক্তচক্ষু প্রোমোটারের শাসন থেকে কোনওমতে এখনও বেঁচেবর্তে থাকা ঘোষপুকুর। সমীর ধরেছিল পা, শঙ্কর দুটো হাত আর আমি অস্ত্র ধরতে গিয়ে, যে কোনও একটা অস্ত্র চুরি করতে গিয়ে একদম ফালাফালা হয়ে গেলাম খড়গাঘাতে। কখন যে একটু একটু করে পা ডুবতে থাকল কাদায়, কাদা পেরিয়ে জলে আর শেষমেষ একদম তলিয়েই গেলাম। কেন যাব না ? পাপ কি কম ? শুধু তো অস্ত্র নয়। প্রতিমার গয়নায় কে আর ভেজাল দেবে ভেবে যে হার আঁকড়ে ধরেছিলাম মুঠোয়, মুঠো খুলতেই দেখলাম গিনি সোনার সেই তাল কখন উধাও হয়েছে আর আমার আঙুলে লেগে আছে শুধু স্মৃতি। যা নিখাদ ইমিটেশন দিয়ে তৈরি। হায় রাব্বা। কিন্তু কীসের হায় হায়। ওই তো গাজন আসতে না আসতেই প্রতিমা আবার ভেসে উঠলেন কাঠামোসুদ্ধু। আবার তার গায়ে লাগল -- না, মাটি নয়, ফাইবার গ্লাস। এবার যে তিনি এন আর আই-এর হাত ধরে আমেরিকা যাবেন, আর কখনও জলকাদা জপজপিয়ে কলেজ স্ট্রিট থেকে বাগবাজার পর্যন্ত না হাঁটবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

রনি আর শুচিস্মিতা। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতেই কথা শুরু করেছিল নিজেদের মধ্যে।

-- এই পাড়ার তুমি ?

-- কেন বাইক নিয়ে রোজ যখন এখানে চক্কর মারো তখন কি ভাবো আমি অন্য পাড়ার ?

-- বোঝোই যখন তখন অ্যাভয়েড কর কেন ?

-- অ্যাভয়েড করি কারণ আমি মনে করি এই সময়টা আমাদের পড়াশোনার সময়। তুমিও সেটা করলেই ভাল হত না ?

-- পড়াশোনা ? এই পুজোর সময় ? রনি বিস্মিত হল।

-- হ্যাঁ, অন্য সময় তো পড়ে ফাটিয়ে দাও।

-- ছাড়ো পড়াশোনার কথা। পড়াশোনা করলেই যদি প্রেমিক হত, তাহলে তো বিদ্যাসাগর দুনিয়ার সবচেয়ে বড় প্রেমিক হতেন ...

শুচিস্মিতা রেগে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলল। ছিলেন তো প্রেমিক। সবাইকে কত ভালবাসতেন। গরিব-দুঃখীর জন্য, বাচ্চাদের জন্য, মেয়েদের জন্য কত কিছু করেছেন। তোমার মতো লুচ্চা লফংগা হলেই প্রেমিক হয় নাকি ?

রনি একটু হাসল। কিছু বলল না।

শুচিস্মিতাই বলল। -- ফুচকা খাবে ?

ফুচকা ? হ্যাঁ ফুচকা। হাত ভাল করে না ধুয়ে যে চুরমুর মাখল শিউশরণ তার আলুতে আর মশলায় ততক্ষণে দুলতে শুরু করেছে ব্রহ্মাণ্ড। আর সেই দুলুনির তালে তালে বেজে চলেছে ঢাক। ব্যাকগ্রাউন্ডে জ্বলজ্বল করছেন মা দুর্গা। ক্লোজ। স্মাইল প্লিজ। স্টার্ট রোলিং। অ্যাকশন। কাট।

-- তুমি একটা চিট। তুমি বলোনি তুমি ফালতু একটা চাকরি কর।

-- একশোবার বলেছি। হাজারবার বলেছি। আর তাছাড়া মোটেই আমার চাকরিটা ফালতু নয়। এর চেয়ে অনেক ভাল চাকরি হয়। কিন্তু সে চাকরি কি চাইলেই পাওয়া যায় ? স্টিল আমি চেষ্টা করছি। তুমি আমায় একটু সময় দাও।

-- সময় কি আমি বানিয়ে দেব ? ওদিকে ছোটকাকিমা আমার সম্বন্ধ করে বসে আছে। বাড়ির কারও মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না।

-- আর আমার মুখের দিকে ? আমার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে ? বলতে গিয়েও চুপ করে গেল রনি।

চুপ করে যাওয়াই তো ভাল। শুধু কান্নার হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়াই তো মঙ্গল। ছুপকে ছুপকে রাতদিন। শুধু কান্না আর কান্না লুকিয়ে ফেলা। নারকোলের নাড়ুতে, গুঁজিয়ায়, তক্তিতে, কটকটি ভাজায়, লক্ষ্মীপুজোয়, ভোগে ...

ওই ভোগ বাড়তে গিয়েই তো কাল হল সংযুক্তার। বিল্টু আর পল্টু নিয়ে এসেছিল ছেলেটাকে। ওদের পিছনেই বসে ছিল চুপটি করে। একান্নবর্তী বাড়ির পুজো। সংযুক্তার খাটতে খাটতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে তখন। ওমা, যেই না পল্টুর হাতে

প্লাস্টিকের ডিশ ভরতি খিচুড়ি, লাবড়া তুলে দিয়েছে, ও পিছনের ছেলেটাকে দেখিয়ে বলে -- অ্যাই, এর জন্যও এক প্লেট নিয়ে আয়। সংযুক্তার মাথায় আগুন জ্বলে গেল একদম। রাস্তা থেকে যাকে তাকে নিয়ে আসবি আর তাকে পাত পেড়ে খাওয়ানোর দায়িত্ব আমার না ? অতই যদি দরদ থাকে তো নিজেরটা ওকে দিয়ে দে আর নিজে না খেয়ে চলে যা। কথাগুলো বলেই সংযুক্তা মুখ তুলে তাকাল আর মা ধরণী দ্বিধা হও, সামনে দাঁড়িয়ে অয়নদের ওই রোগা মাসতুতো ভাইটা। খড়গপুর আই আই টি-তে পড়ে।

লজ্জায় লাল হয়ে চলে যাচ্ছিল ছেলেটা। সংযুক্তা দু'লাফ মেরে সামনে গিয়ে ওর হাতদুটো জাপটে ধরল। না, তুমি কিছুতেই না খেয়ে যেতে পারবে না। আমার কথার কী দাম ? মায়ের প্রসাদের দাম তার চাইতে লক্ষ গুণ।

লক্ষ না কোটিবার জানি না। কিন্তু সেই ঘটনাটার কথা বারবারই সংযুক্তাকে মনে পড়িয়ে দিত অভ্র। আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছিলে মনে আছে ?

-- মোটেই না, মোটেই না, আমি বুঝতেই পারিনি ওটা তুমি। সংযুক্তা ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে উঠত।

ম্যাডক্স স্কোয়ারের ঠাকুর দেখে বেরিয়েও ও দরদর করে ঘামছিল। কী ভিড়, কী ভিড়, বাপরে কী ভীষণ ভিড়। কিন্তু ওই যে ডায়াগোনালি রাস্তাটা চলে গিয়েছে আধো অন্ধকার কোনও গন্তব্যের দিকে ওখানে গেলে হয় না ? অভ্র তো পাশেই রয়েছে আর ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে এক বছর। কিন্তু তাই বলে, না প্লিজ এখনই না, আশেপাশে অনেক লোক আছে, আচ্ছা হল তো একটা, তারপর আরও একটা, আরও ? ধ্যাৎ !

তোমার যা খুশি তাই করো। আনন্দে, উত্তেজনায়, লজ্জায় একদম ঘামে স্নান করে গেল সংযুক্তা।

কিন্তু পেনসিলভেনিয়ার কোনও শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে অভ্রর কি সে কথা মনে আছে ? না কি যা মনে করলে অস্বস্তি বাড়ে তা ভুলে যাওয়াই শ্রেয় ? কিন্তু কীভাবে ভুলল ? কীভাবে সত্যিই সত্যিই যা খুশি তাই করতে পারল সেই মেয়েটার সঙ্গে যে ওর ওপর ভরসা করেছিল ? সংযুক্তা জানে না। অভ্রও কী জানে ? নইলে তাড়াতাড়ি গ্রিন কার্ড পাওয়ার লোভে ওখানকার নাগরিক যে মেয়েটিকে বিয়ে করল, তাকে ছেড়ে প্রায় রাতই এখানে ওখানে গেস্টরুমে কাটায় কেন ? কেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে পাকতে থাকা জুলপি দেখে ? কেন বারবার ভাবে ফিরে যাবে, ভাঁড়ে চা খাবে সাত নম্বর বাসস্ট্যান্ডের সামনের ঠেকে ?

ঁঠেকে শেখা অনেক ভাল। কিন্তু দেখে শেখা যে কী মারাত্মক তা প্রত্যয় এবং দেবলীনা দুজনেই জানে। খুব ক্যাজুয়াল ওদের আলাপ হয়ে গিয়েছিল একটা সপ্তমীর রাতে। পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের রি-ইউনিয়নে একদল নিয়ে এসেছিল প্রত্যয়কে আর দেবলীনা তো 'দক্ষিণ বিন্দু উচ্চ বিদ্যালয়'-এ আমাদের সঙ্গেই পড়ত। তারপর নবমীর রাতেই ওদের কেউ কেউ দেখে ফেলে একসঙ্গে। ওরা অবশ্য রিলেশনশিপ ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো অস্বীকার করে। বলে, ওদের দুজনেরই 'অ্যাসপারাগাস' জিনিসটার প্রতি একটা ভয়ঙ্কর ভালবাসা আছে। আর সেই কখন হয়ে যাওয়া এস্ক'এর খোঁজেই ওরা ঢুঁ মারছে হোটেলে, হোটেলে।

বলাই বাহুল্য, কেউ ওদের গল্পটা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু হেসেছিল সবাই। আর একসঙ্গে আশাও করেছিল ওই অ্যাসপারাগাসের মতো ওদের প্রেমও চিরসবুজ থাকবে। কিন্তু অতর্কিতে মোড়ের মাথায় লাল আলো -- হায়, কাকেই বা দেখতে হয়নি !

প্রত্যয়ের সঙ্গে ওদের অফিসের রিসেপশনিস্টকে ট্যাক্সি করে ফিরতে দেখে ভুল বুঝল দেবলীনা। আর দেবলীনা ওর এক কলিগের সঙ্গে নাইট শো-এ সিনেমা গিয়েছে শুনে আগুন হয়ে উঠল। কি তুচ্ছ কি ফালতু। কিন্তু অ্যাসপারাগাস স্বাদটা বিগড়ে দিল চিরতরে। আগের পুজোয় যারা আলাপের পরপরই একে অপরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে

শুরু করেছিল পরের পুজোয় তারা আলাদাভাবে বন্ধুদের ফোনে জিজ্ঞেস করতে থাকল, ও আসছে কী ? তাহলে কিন্তু আমি যাব না ...

এই বিচ্ছেদ, এই মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই এই তাহলে পুজো প্রেমের নিয়তি ? তাহলে শুরুই বা হয়েছিল কেন ? কারও কারও মতে ওই পরিবেশ, ওই সময়টার একটা মাদকতা আছে তো, ওই ধূপধুনোর গন্ধ আর ঢাকের বাদ্যির একটা উন্মাদনা আছে তো, ওই মা দুগ্গার চোখের একটা মায়া আছে তো -- আর তাতেই আয়নায় ছায়া ফেলা প্রত্যেকটা চেহারাকে মনে হয় -- আরে আমার জন্যই এসেছে না পৃথিবীতে ? আর যখন সেই পরিবেশ বদলে যায়, মাদকতা উড়ে যায় হাওয়ায়, বাঁশ খুলে নেওয়া হতে থাকে প্যান্ডেল থেকে, তখন -- অ্যাই, সরে বস তো, আমার বিরক্ত লাগছে।

না, বিরক্ত হবেন না। কারণ এবার সত্যিই গল্পে একটা ট্যুইস্ট আছে। আর সেটা আপনি ভাবতেও পারছেন না এখনও। যেমন দেবলীনাও পারেনি। বুঝতে পারলে হয়তো ও ফোনটাই ধরত না। ফার্স্ট ক্লাস কামরা তাও গাদাগাদি ভিড়, তার ভিতরে বেজেই যাচ্ছে, বেজেই যাচ্ছে, ও অবশেষে কোনওমতে ধরল আর ওপাশ থেকে একটা চেনা গলা বলে উঠল -- এবার কলকাতায় আসছিস না, অন্য কোনও ছেলেকে নাচাতে ?

-- হ্যাঁ, আসতেও পারি। দেবলীনা কেটে কেটে বলল। কিন্তু সে তোর মতো চারপায়ে হাঁটবে না। এবার ঝগড়ার পারদ চড়তে থাকল। আর ট্রেনের ভিতরে ভাল শোনা যাচ্ছে না বলে মাহিম স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল দেবলীনা আর ঝগড়া করতে করতে দেখল ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে। ও দৌড়ে উঠল কোনওরকমে কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসে নয়, পা রাখবার জায়গা নেই এরকম একটা সেকেন্ড ক্লাস কামরায়। অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে মুণ্ডপাত করতে শুরু করল প্রত্যয়ের আর মুহূর্তের মধ্যে বুঝল তার থেকে বড় কিছু ঘটে গেছে।

লাইনে নেমে এদিক-ওদিক খুঁজছিল দেবলীনা। কোথায় ওর আগের কামরাটা কোথায় ? আরে ওই যে রক্তে ভেসে যাচ্ছেন ভদ্রমহিলা -- ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন না ? তাহলে প্রত্যয়ের ফোনটা না এলে ? দেবলীনা ওর মোবাইল হাতড়ে নম্বরটা বের

করল, সমস্ত সিগনাল জ্যাম। কিন্তু প্রত্যয়কে জানাতে হবে না, ও ওকে ভালবাসে এখনও ?

এই শীতে ওরা বিয়ে করছে। আমরা তো থাকবই। আর আপনারাও নিশ্চয়ই থাকবেন। কেউ কাউকে 'ওয়েড' করবে না সেই বিয়েতে। বিয়েই করবে। তবে তার আগে, এই পুজোর মধ্যেই ওদের আশীর্বাদ। বলতে পারেন ওটা আমাদের 'গেট টুগেদার'-এর একটা বাহানা। বাইরে তখন হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে, হয়তো বা নিরামিষ মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। কিন্তু আমি ওই ফিশফ্রাই আর একটা খাব। আর তোমাকেও খাওয়াব যদি তুমি একবার ডেকে দাও ওই ঢ্যাঙা মেয়েটাকে। ওই যে কোণের দিকে একটু জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর কেউ ডাকলেই 'হ্যাঁ বলুন' বলে ঘাড় হেলাচ্ছে। ওর সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার, ওকে জানানো দরকার যে সবদিক আর তত চুপচাপ নেই। কোথাও একটা কিছু ঘটে চলেছে। রক্তের মধ্যে আর্সেনিক নিয়েও জেগে উঠেছে প্রাণ আর তাকে শেয়ার করার জন্য একটা সঙ্গী দরকার, ভাসানের সামনে দাঁড়িয়ে কারও একটা হাত চেপে ধরে ফিল করা দরকার যে আমি ঠোঁটে সঞ্চয়িতা নিয়ে ঘুরে বেড়াই না, কিন্তু গাইতে জানি। রবীন্দ্রসঙ্গীত আবার হিন্দি গানও। ও শুনবে না ? কেন শুনবে না ? ইমোশন কম্যুনিকেট করার তো একটাই ভাষা -- সততা, আঁতলামি তো নয়। ওই, ওই বোধহয় সন্ধিপুজো শুরু হল, অষ্টমী যেভাবে মিশে যাচ্ছে নবমীতে, শীত যেরকম মিশে যাচ্ছে শরতে -- সেভাবে একদিন ওর হাতের রেখা মিলে যাবে না আমারটায় ?

আরে ধ্যাৎ, আমি বলতে কি শুধু আমায় বুঝলেন নাকি ? আমি বলতে তো আমরা সবাই। তো, চাপা কষ্ট নেই, যন্ত্রণা নেই, ক্ষত নেই, প্রেম নেই ? আরে, বলুন না। বলুন না, ভালবাসি। বলুন না, তোমায় ছাড়া থাকতে পারব না। বাইরের আওয়াজ ছাপিয়ে আপনার গলার আওয়াজটা পৌঁছে দিল না তার কাছে। আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন ? আমি তো বলছিই। কিন্তু আমি একাই কেন বলব ? তোমার ভিতরে নড়েচড়ে উড়ছে না কিছু ? ওই যে কোমরটা একটু দুলে উঠতে দেখলাম যেন। আমি তো ওই মাদারির বাঁদরটার মতো একা একাই গাইছি, নাচছি আর বুক চাপড়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছি, আমি, আমি, আমিই ধর্মেন্দ্র। কিন্তু এখন যখন মা দুর্গা আগুন চোখে সমস্ত পাপ ভস্ম করছেন আর তারস্বরে গান বাজছে, 'রক অ্যান্দ রোল

সনিয়ে/গায়ে হাম তেরে লিয়ে' ... তখন আমিও এগিয়ে গিয়ে হাত ধরব তোমার। বলব -- 'কভি তুভি তো মেরে সঙ্গ ডোল' ...

সমাপ্ত

|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

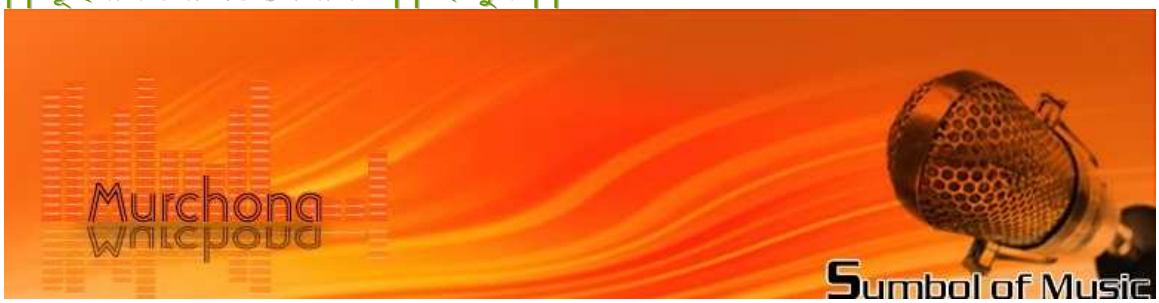

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com